MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
Department of Physical Education
B.P.Ed. Semester–II
CC-201: YOGA EDUCATION AND INCLUSIVE EDUCATION (Unit - 3 & 4)
Biswajit Dhali

3.1 : Concept and history of special education, integrated education and inclusive education and their relationship.

Special Education:- বিশেষ শিক্ষা এমন কিছু শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা করা হয়, যাদের মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং প্রাক্ষোবিক বিকাশের গতি ধীর। বিকাশের গতি ধীর বলতে বোঝানো হচ্ছে বিস্তৃত ভাবে শিশুদের বিভিন্ন প্রকার বিকাশের গতি হ্রাস। যার ফলস্বরূপ তারা সমবয়স্ক বা স্বাভাবিক শিশুর থেকে পিছিয়ে থাকে। তাদের নিয়ে তৈরি হয় বিশেষ জনগোষ্ঠী। বিশেষ জনগোষ্ঠীর শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে। এবং গতানুগতিক মৌলিক শিক্ষাব্যবস্থা তাদের এই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম হয় না।

Integrated Education:- ঐক্যবদ্ধ শিক্ষা কর্মসূচীতে অক্ষম শিক্ষার্থীরা সবসময় নিয়মিত বা স্বাভাবিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে না। সম্ভব হলে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে একত্রে শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশ নেয়। ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার মূল ধারণাটি হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অভিযোজিত করা, কখনোই শিক্ষাব্যবস্থাকে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। ভারতবর্ষে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মৃদু অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Inclusive Education:- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বলতে বোঝায় এমন একটি শিক্ষা যেখানে অক্ষম শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ভাবে নিয়মিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সাধারণ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাটি বেশ আধুনিক এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশই তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার থেকে বেশি নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

- **Special, integrated, Inclusive education and their relation:-** এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে অক্ষম শিশুদের যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্ষম শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দৃঢ় মতবাদ পোষণ করেছে। বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য যে বিশেষ শিক্ষার আয়োজন করা যায়, তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল -
    (i) স্বতন্ত্রীকরণ শিক্ষা বা পৃথকীকরণ শিক্ষা
    (ii) ঐক্যবদ্ধ শিক্ষা
    (iii) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

পৃথক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে স্বতন্ত্রীকরণ শিক্ষা অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত বিদ্যালয়গুলিতে সংগঠিত হয়। স্বতন্ত্রীকরণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা পৃথক পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষিত হয় এবং তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতিও পৃথক হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে।

ঐক্যবদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা একই প্রকৃতির হলেও দুটির মধ্যে আদর্শগত বিভিন্নতা আছে। ঐক্যবদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে প্রথাগত বা প্রচলিত শ্রেণীকক্ষে রাখা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন ও নতুন ধরনের শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের প্রচলিত ও প্রথাগত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করা।

অন্যদিকে সব শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বা সব প্রকৃতির শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পদ্ধতি হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে হলে বিদ্যালয়গুলিকে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির সাথে তাল মেলাতে হয়। শিক্ষার্থীরা যতটাই অক্ষম বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হোক না কেন তাদের প্রচলিত ও নিয়মিত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে বা তাদের সর্বনিম্ন সীমাবদ্ধ পরিবেশের আওতায় বা সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য পরিবেশে নিয়ে এসে শিক্ষাদান করতে হবে। এই পরিবেশে সকল শিক্ষার্থী সমমাত্রার শিক্ষালাভ করবে এবং শিক্ষকগণ সকলের জন্যই তাদের পাঠক্রম ও পদ্ধতির অভিযোজন করে নেবেন।

3.3 **Advantages of inclusive education for the individual and society:**

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষা স্বতন্ত্রীকরণ থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবশেষে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। তাই আধুনিক শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা বা গুরুত্ব বর্তমান। সুবিধাগুলি হল-

(i) শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার।তাই প্রতিটি শিশুকে গ্রহণযোগ্য স্তরের শিক্ষা অর্জন ও রক্ষণাবক্ষেণের সুযোগ দেওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ii) প্রতিটি শিশুর বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ,সামর্থ্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্যকে প্রাধান্য দেয়। এবং সেই অনুসারে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

(iii) বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা সুনিশ্চিত করে।

(iv) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শিশুদের ব্যক্তিগত গুণাবলী তৈরি করে।

(v) শিশুদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করা এবং তাদের জীবন প্রস্তুতির শিক্ষা অর্জনের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন।

(vi) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রয়োজন,চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা বলা যায়। যাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিটি শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী হয়।

(vii) অন্তর্ভুক্তিকরণ হল সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক বিভাজন সরিয়ে রেখে তাদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য নির্বিশেষে বিদ্যালয়ে একসঙ্গে আসার ব্যবস্থা করা।

(viii) এই শিক্ষা পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লড়াই করা, নতুন অভিবাদন মূলক সমাজ সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে এবং সকলের জন্য শিক্ষা অর্জনের সবথেকে কার্যকরী উপায়।

(ix) এই শিক্ষা সর্বোচ্চ পর্যায়ের নমনীয়তাকে উৎসাহিত করে, যা সমস্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে।

3.4 **Factors affecting education :**

শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির উপর বিভিন্ন উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। সেগুলি হল -

(i) শিক্ষকের দক্ষতা :- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপায়ণে শিক্ষকদের দক্ষতা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে এই দক্ষতার অভাব বেশ সুস্পষ্ট। Das, Kuyini এবং Desai (2013) ভারতবর্ষের দিল্লির অন্তর্গত বিভিন্ন নিয়মিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অক্ষম শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাদানে শিক্ষকের পারদর্শিতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন। তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 70% নিয়মিত শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাদানের কোনোরূপ প্রশিক্ষণ নেই বা অক্ষমদের শিক্ষাদানে তাদের কোনোরূপ অভিজ্ঞতা নেই। আবার 87% এইরূপ শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে অক্ষম বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। তাই বলা যায় বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব ও অদক্ষতা শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা হ্রাস করে।

(ii) অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষকদের সচেতনতার অভাব :- বিভিন্ন স্তরের সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে মৌলিক সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের অক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষকদের কিছু ভুল ধারণা থাকে কিন্তু সেই ভুল ধারণাগুলি অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে গড়ে ওঠে।সেখানে বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক জ্ঞানের অভাব থাকে।অক্ষম শিশুদের শ্রেণীবিভাগ, মাত্রা,বিশেষ চাহিদা,অভিযোজন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকদের অজ্ঞতা অন্তর্ভুক্তিকে প্রভাবিত করে।

(iii) যথাযথ পাঠক্রমের অভাব :- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য যথাযথ পাঠক্রম গ্রহণ করা দরকার,যাতে সেটি শিক্ষার্থীদের বিশেষ ও অদ্বিতীয় বা ব্যতিক্রমী চাহিদার সাথে খাপ খায়।সর্বজনীন শিক্ষার মডেলটি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে তার যথাযথ বিকাশ ঘটানো দরকার। যথাযথ পাঠক্রমের অভাব অন্তর্ভুক্তিকে প্রভাবিত করে বা তার বিকাশ হ্রাস করে।

(iv) পৃষ্ঠপোষক পরিষেবা :- অন্তর্ভুক্তির পেছনে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক পরিষেবা থাকা দরকার। এই পরিষেবা গুণগত ও পরিমাণগত দুটিই হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বেশিরভাগ বিদ্যালয়গুলি এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

(v) পারিবারিক সহযোগিতা :- ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে একটি কথা বলা যায়, ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।পারিবারিক সদিচ্ছা, আগ্রহ, প্রেষণা না থাকলে অন্তর্ভুক্তি বেশ কঠিন কাজ।

(vi) অক্ষম শিশুদের ঋণাত্মক আত্মোপলব্ধি:- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় প্রধান বাধা হল অক্ষম শিশুদের ঋণাত্মক আত্মোপলব্ধি। কেবলমাত্র প্রতিবেশী, সমবয়সী বন্ধুবান্ধব এবং শিক্ষকদের দ্বারাই এই আত্মোপলব্ধির উন্নয়ন করা সম্ভব।

(vii) অর্থের সংস্থান :- ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে ব্যাপক অর্থের সংস্থান থাকা দরকার। দেশের সরকারের পক্ষে এই আর্থিক বোঝা গ্রহণ করা কঠিন। তাই অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় এখানে ধীর গতিতে চলছে।

4.1 Classroom management and organizations, curriculum adaptations, learning designing and development of suitable teaching learning method .

- **Classroom management and organizations :-**

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের পরিবেশে এমন কিছু উপাদান থাকে,যেগুলি শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়ার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গবেষণামূলক অধ্যয়ন থেকে স্পষ্টতই একটি তথ্য বোঝা যায় যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষ কখনোই সাধারণ শ্রেণীকক্ষের মতো হয় না। সেখান অনেক প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়। প্রথাগত শ্রেণীকক্ষের বাইরে অক্ষম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণী পরিচালনা ও সংগঠন নিম্নলিখিত ভাবে করা হয় -

(i) শ্রেণীকক্ষে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষকগণ শ্রেণীর বসার স্থানগুলি বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করবেন। অক্ষমদের বসার স্থান নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বা শারীরশিক্ষা ক্লাসে শ্রেণী আয়োজনের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় তাদের অক্ষমতার পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন।

(ii) অক্ষম ও কম শিখন ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সামনের ডেস্ক বা বেঞ্চে বসার সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে তারা শিক্ষক মহাশয়ের কাছাকাছি থাকতে পারে।

(iii) হুইলচেয়ার এবং হাঁটার জন্য অবলম্বন ব্যবহারকারীদের শ্রেণীকক্ষে সহজে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সিঁড়ি থাকবে। শ্রেণীকক্ষের দরজাগুলি তাদের অবাধ প্রবেশর জন্য বড় হবে এবং তাদের বসার জন্য শ্রেণীকক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্থান বজায় থাকবে।

(iv) অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণীকক্ষকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে এবং তাদের অকৃতকার্যতার হার কমে আসে।

(v) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে একটি আলাদা বিভাগ থাকা দরকার। এই বিভাগে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা ও স্বরূপ নির্ধারণের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(vi) অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে শ্রেণী পরিচালনার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'বিশেষ আচরণ সম্পন্ন' কিছু শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা।

(vii) অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়ক বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা।

- **Curriculam adaptation, learning designing and development of suitable teaching learning method:-**

(i) প্রাথমিক স্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠক্রম রচনা করতে হলে শিশুদের অংশগ্রহণ ও বিকাশকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে সক্ষম ও অক্ষম শিক্ষার্থীরা নিজেদের খেলাধুলার কর্মসূচিগুলি নিজেরাই চয়ন করতে পারবে এবং এর দ্বারাই তাদের সর্বোচ্চ মাত্রার বিকাশ সুনিশ্চিত হয়।

(ii) প্রাথমিক স্তরে পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য হবে,এই স্তরে অক্ষম ও সক্ষম শিশুদের মধ্যে সমন্বয় ও একত্রিকরণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সফল রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া দরকার।

(iii) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচিতৈ শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(iv) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পাঠক্রম হবে শিশুকেন্দ্রিক, যা শিশুদের ব্যক্তিগত চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়।

(v) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য এমন পাঠক্রম রচনা করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেবে।

(vi) উক্ত পাঠক্রম যাতে শিখন কর্মসূচির specific, observable, measurable এবং achievable বা SOMA এর লক্ষ্য পূরণ করতে পারে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

(vii) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় পাঠক্রম রচিত হয় শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে।

4.2 Pedagogical strategies to respond to individual needs of students; cooperating learning strategies in the classroom, peer tutoring, social learning, ,buddy system, reflective teaching, multisensory teaching etc.

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষণের পদ্ধতি ও তত্ত্বের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণের পদ্ধতি ও তত্ত্ব পৃথক হওয়া প্রয়োজন। সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ-শিখন অনুশীলনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা দরকার। মিটলার বলেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতিতে তত্ত্ব কখনোই দুর্বল হবে না, এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হবে উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি ও তত্ত্বের প্রয়োগ।

- **Cooperating learning strategies in the classroom :-**

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেয় এবং মানব উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। এই শিক্ষা সহযোগিতামূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়, যেমন -

(i) স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে।

(ii) শিশুদের শিক্ষা, সামাজিক ও কখনো কখনো চিকিৎসাগত চাহিদা সম্পর্কে অভিভাবকদের সুনিশ্চিত করে।

(iii) অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রচনা করে।

(iv) অন্তর্ভুক্তিকে সামনে রেখে শিক্ষক, প্রশাসক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সমন্বয় তৈরি করে।

(v) শিক্ষকরা এখানে পরামর্শদাতা ও সহকারীগণ প্রকিয়ার কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে।

- **Peer tutoring :-**

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ - শিখন প্রকিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষণ। শিক্ষার্থী যখন শিক্ষক হিসেবে কাজ করে তখন অক্ষম ও কম বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সক্ষম ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংস্পর্শে উপকৃত হয়।

দুই বা ততোধিক ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত দলের একজন শিক্ষার্থী যখন শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করে এবং দলের অন্য সঙ্গীদের শিখনে সাহায্য করে তখন তাকে বলে সঙ্গী শিক্ষণ পদ্ধতি।

সঙ্গী শিক্ষণ পদ্ধতি দু'ভাবে হতে পারে -

(i) ঘটনা বিশেষ সঙ্গী শিক্ষণ (incidental peer tutoring)

(ii) সংগঠিত সঙ্গী শিক্ষণ (structured peer tutoring)

- **Social learning :-**

অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যাপক সামাজিক শিক্ষণ দরকার। শুধু আইন করে বা শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পদ্ধতিতে সফল হওয়া যাবে না। শিক্ষক, অভিভাবক, সঙ্গী বা বন্ধুবান্ধব, বিদ্যালয় প্রশাসন এবং প্রতিবেশীদের নিয়ে শিশুর যে স্থানীয় গোষ্ঠী বা সমাজ গড়ে ওঠে তার শিখন সম্পূর্ণ না হলে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ায় কোনো ফল পাওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক শিখন বলতে বোঝায় সামাজিক মানুষের আচরণের পরিবর্তন। সামাজিক শিখন প্রকিয়ায় গতি আনার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী স্তরে দলবদ্ধ ভাবে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেমন -

(i) প্রতিটি শিশুই পৃথক সত্তা নিয়ে অবস্থান করে। শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিশুই কোনো না কোনো দিক থেকে স্বতন্ত্র। ফলতঃ তাদের চাহিদাও ভিন্ন। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করার জন্য গোষ্ঠী এবং বিদ্যালয় স্তরে কর্মশালা ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা প্রয়োজন।

(ii) আগেই বলা হয়েছে যে peer tutor অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায্য করে। কিন্তু এর শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তনের জন্য সামাজিক শিখন দরকার।

(iii) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল অভিভাবকদের নিয়ে সভার আয়োজন। অভিভাবকদের সামাজিক শিখন দরকার, নাহলে অক্ষমতা সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সামাজিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

- **Buddy system :-**

'Buddy' কথাটির সহজ বাংলা অর্থ হল নিকট বন্ধু। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল সক্ষম বা অতিরিক্ত বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের এমনভাবে তৈরি করা যাতে তারা অক্ষম বা কম বোধবুদ্ধি সম্পন্ন বন্ধুবান্ধবদের শিখনে সাহায্য করতে পারে। কোনো কোনো বিদ্যালয় প্রশাসন উপরের তত্ত্বটি মাথায় রেখে নিকট বন্ধুদের ব্যবহার প্রণালী বা buddy system প্রবর্তন করে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে থাকেন। তাই এই প্রণালী অনুসারে সক্ষম শিক্ষার্থীরা তাদের বন্ধু এবং একই সাথে অক্ষম বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে ও অন্যান্য বিদ্যালয় কর্মসূচিতে সাহায্য করে থাকে।

- **Reflecting teaching :-**

প্রতিফলিত শিক্ষণ শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রণালী ও তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটানোর পদ্ধতি। প্রতিফলিত শিক্ষণের অর্থ হল শিক্ষক কর্তৃক জানা যে তিনি শ্রেণীকক্ষে কি করেন, শিক্ষক কর্তৃক ভাবা যে তিনি শ্রেণীকক্ষে উক্ত আচরণ কেন করেন এবং শিক্ষক কর্তৃক এই জ্ঞান লাভ করা সে তার শিক্ষণ প্রণালী বা কর্মসূচির ফলাফল কি বা তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের আচরণের কীরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে।

প্রতিফলিত শিক্ষণে শিক্ষকগণ অনেকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে তাদের চিন্তাধারা ত পর্যবেক্ষণগুলি সংগ্রহ, নথিভুক্তকরণ ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। যেমন -

(i) কোনো পাঠ সফল হলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কেন সেটি সফল হল।

(ii) শিক্ষার্থীর ব্যবহার খারাপ হলে শিক্ষককে বিশ্লেষণ করতে হবে সেই ব্যবহারের মূল কারণ কি।

- **Multisensory teaching :-**

বহু সংবেদী শিক্ষা অক্ষম বা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষণ পদ্ধতি যা খাতা, পেনসিল, ব্ল্যাকবোর্ড ও বক্তৃতা পদ্ধতির শিখনের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী এমনকি শিশুদের পাঠক্রম রচনার সময় সচেতনভাবে কিছু সংবেদী শিখন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করলে তা স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের জন্যেও বেশি উপকার হয়।

Multisensory শব্দটি প্রকৃতপক্ষে দুটো পৃথক শব্দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। যেমন - 'multy' যার অর্থ হল বহু এবং 'sensory' শব্দটি আমাদের চেতনা বা ইন্দ্রিয় সমূহের সাথে সংযুক্ত, যেগুলির মাধ্যমে আমরা সংবেদন লাভ করি। Multisensory শিক্ষণের অর্থ হল একই সময় এবং একই সাথে বহুসংখ্যক ইন্দ্রিয় বা সংবেদনযন্ত্র ব্যবহার করে শিক্ষাদান। এই সংবেদন যন্ত্রগুলি হল-

Auditory - শোনা ও বলা

Visual - দেখা ও প্রত্যক্ষন

Kinesthetic/Tactile - স্পর্শ,অঙ্গ সঞ্চালন ও কাজ করা।

4.3 Problems in inclusion in the real classroom situations, ways for overcoming the problems :-

ভারতের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে বাস্তব ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির নানা প্রকার সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলির বেশিরভাগ সৃষ্টি হয়েছে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অভাব, নিরক্ষরতা,সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্মগত বিভিন্ন বাধার কারণে। নীচে বিদ্যালয় স্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের বাধাগুলি আলোচনা করা হল -

- **Lack of physical resources :-**

ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলিতে যথাযথ স্বাভাবিক সম্পদের অভাব রয়েছে যা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাধাস্বরূপ। স্বাভাবিক সম্পদ বলতে বোঝায় ভৌত সুযোগ সুবিধা সমূহ - যেমন ramp, যথাযথ আলোর ব্যবস্থা, হুইলচেয়ারের সহজলভ্যতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সমূহ যেগুলো প্রতিবন্ধী ও অক্ষম শিশুদের প্রথাগত শিক্ষার একীকরণ করতে সাহায্য করে।

- **Lack of human resources :-**

স্বাভাবিক সম্পদ ছাড়াও বিদ্যালয় তথা বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্রে মানবসম্পদের অভাব রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্গত হল বিশেষ শিক্ষণের শিক্ষক, সহায়ক শিক্ষক, বিশেষ সহায়তাদানকারী পেশাদার ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকলে অন্তর্ভুক্তির কোনোরূপ সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিবেদন অনুসারে সর্বশিক্ষা

অভিযানের অন্তর্গত কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য 6678 জন সম্পদ শিক্ষককে অক্ষম শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল যদিও উক্ত শিক্ষকদের বেশিরভাগ বিশেষ শিক্ষার জন্য চিকিৎসাগত বা আরোগ্যমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল, তাদের অন্তর্ভুক্তি শিক্ষণে প্রশিক্ষণ কম ছিল।

- **Class size :-**

শ্রেণীর আকার ভারতীয় উপমহাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপায়ণে বৃহত্তর বাধা স্বরূপ। সর্বশিক্ষা অভিযানের 2010 সালের মূল্যায়ন অনুসারে ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে একটি শ্রেণীকক্ষে 40 জন বা তার বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে যা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে শুভ লক্ষণ নয়। তবে এক্ষেত্রে শ্রেণীর আকার ছোট করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার চেয়ে বৃহত্তর শ্রেণীকক্ষ তথা অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের দিলে তা অন্তর্ভুক্তিকে সফল করে।

- **Teaching practice :-**

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকদের পারদর্শিতার ওপর। যেহেতু শ্রেণী শিক্ষকরাই অন্তর্ভুক্তির কাজে অংশ নেন তথাপি তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতির রূপান্তর, অক্ষমদের জন্য তাদের শিক্ষণের অভিযোজন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে সফল করে।

- **Lack of supportive leadership :-**

অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচিতে সফল হতে গেলে বিদ্যালয় স্তরে পৃষ্ঠপোষণকারী নেতৃত্ব দরকার। বিদ্যালয় প্রশাসন, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ ও অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ এই নেতৃত্ব দান করে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে কিছু বেসরকারি বিদ্যালয় ছাড়া সরকার ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে এই নেতৃত্ব দানের বড়ই অভাব।

- **Ways for overcoming the problems in inclusion :-**

(i) 0-6 বছর বয়সী শিশুদের প্রাক শৈশবকালীন শিক্ষা ও যত্নের প্রতি আরো নজর দিতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে হবে।

(ii) বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে -

a. প্রাকৃতিক বাধা দূর করতে হবে।

b. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপযোগী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

c. ICT এর যথাযথ সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

d. সহযোগী ও অভিযোজিত উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

(iii) সকলমানের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণ-শিখন প্রকিয়ার সমতা বিধান করতে হবে।

(iv) বিশেষ বিদ্যালয়গুলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সম্পদ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

(v) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার শ্রেণীকক্ষে সর্বোচ্চ 20 জন শিক্ষার্থী থাকবে।

4.4 Teacher preparation for inclusive education. Skill and competencies of teachers.

- **Teacher preparation for inclusive education :-**

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা শিক্ষার্থীদের দু'প্রকার বহিঃষ্করণ লক্ষ্য করে থাকি। যার মূল কারণ হল বৈচিত্র্যময় শ্রেণী পরিচালনায় শিক্ষকদের প্রস্তুতির অভাব বা প্রশিক্ষণের অভাব। প্রথম ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অক্ষমতা ও শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এখানে মূল বিষয়টি হল শিক্ষকগণ যখন ওই শিক্ষার্থীদের চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন না তেমনি তাদের শিখনের ব্যবস্থা করা ওই শিক্ষকদের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। PWD আইন 1976 সালে 18 বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত অক্ষম শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলেছে। এই আইনের মূল কথা হল সমান সুযোগ, নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ PWD আইন কার্যে পরিণত করতে হলে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রসঙ্গ, ধারণা ও পরিকল্পনা অনুসারে যথাযথ পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রকার বহিঃষ্করণের কারণটি হল সামাজিক। এই কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি ও উপজাতি, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির শিশুরা, কন্যা শিশু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা নানা ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায় না। এই সামাজিক সমস্যাগুলি দূর করে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও প্রচলিত শিক্ষাক্ষেত্রে একিকরণের জন্য শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দরকার। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিশুদের, বিশেষ করে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির শিশুদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। তাই এই সামাজিক বঞ্চনা দূর করে যথাযথ সামাজিক, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা শিক্ষকদের দায়িত্ব।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার যেমন একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে তেমনি এর জন্য বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষাদান প্রণালীর নানা প্রকার পরিবর্তন সাধন করা দরকার। সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে বিদ্যালয়গুলিতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষের মূল বৈশিষ্ট্য হবে শিখনে সক্ষম ও অক্ষম, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষ সকলকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমান সুযোগ দান করা।

অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষকের নমনীয়তা, সহনশীলতা এবং সংবেদনশীলতা প্রয়োজন। এগুলি না থাকলে শিক্ষকগণ অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা করতে পারবেন না। এই শ্রেণীকক্ষের সাথে মানিয়ে নিতে হলে অন্তর্ভুক্তির দর্শন যেমন শিক্ষকদের মনে থাকবে, তেমনি পরিকাঠামো, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রশিক্ষণ নেবেন।

ভবিষ্যত নাগরিকদের প্রস্তুত করতে গিয়ে শিক্ষকগণ লিঙ্গবৈষম্য, সমানাধিকার, শান্তি এবং কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেবেন। বর্তমানের বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যা, অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রতিযোগিতামূলক জীবনশৈলী এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব না ফেলে তা দেখা শিক্ষকদের কর্তব্য। শিক্ষক প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসেবে

শিক্ষকরা সেই প্রচেষ্টা গুলিকে সামনে রেখে শিক্ষাদান করবেন। NCF এবং সেই অনুসারে প্রস্তুতকৃত পাঠ্যসূচি এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেছে।

- **Skills and competencies of teachers :-**

1948 সালে বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার 26 নং ধারায় শিক্ষার অধিকারের প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল -

(i) প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার আছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মূল পর্বে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রযুক্তিগত ও পেশাগত শিক্ষার জন্য সাধারণ ভাবে ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধা অগ্রাধিকার পাবে।

(ii) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে আরো দৃঢ় করবার জন্য শিক্ষা পরিচালিত হবে। ঐক্য, সহিষ্ণুতা ও সৌভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করা এবং শান্তি রক্ষার্থে রাষ্ট্রসেঙ্ঘর কার্যাবলির উন্নতি ঘটানো।

(iii) শিশুদের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তা পছন্দ করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।